ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স -১৪৬১
আগরতলা, ১৪ জুলাই ২০১৮

পাঁচ দিনব্যাপী কমলপুর বইমেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

ভাল বই পড়ার মানসিকতার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ গড়ে উঠে, পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবার ও সমাজের প্রতি সেবার মানসিকতা তৈরী হয়। বই পড়ার মাধ্যমে মানুষ ভাষাশৈলী ও শব্দ ভান্ডার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বই পড়ার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে ভাল আচরনবোধ গড়ে উঠে। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন সময়ানুসারে বই পড়ার অভ্যাস করা দরকার। ১৫তম কমলপুর বইমেলার উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বই পড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে। পারদর্শী ব্যক্তিরাই জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে। এজন্য প্রত্যেকেই বই পড়ার মনোযোগী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বই পড়া বলতে শুধু ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পাঠ্য ও পুস্তক পড়া নয়, কর্মদক্ষতার বিষয় ভিত্তিক বই পড়া যেতে পারে। তিনি বলেন, শিক্ষাই সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। একজন ভাল শিক্ষকই ভাল ছাত্র তৈরী করতে পারে। গুনগত শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করছে। রাজ্যে চারটি নতুন বি এড কলেজ করা হবে। এর মধ্যে একটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়াও বহিঃরাজ্যে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বি এড পড়ার জন্য ৫০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যাঙ্ক ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের সুদ রাজ্য সরকার চাকুরি না পাওয়া সাপেক্ষে চার বছর পর্যন্ত বহন করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বই ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাপরায়ন হতে শিক্ষা দেয়। এই জন্য প্রত্যেকের বই পড়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিমাসে কোন না কোন মহাপুরুষের জন্মদিন। জুলাই মাসে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী, আগষ্ট মাসে আধুনিক ত্রিপুরার রুপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের জন্মদিন। প্রতিমাসে দেশের মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে লেখা একটি করে বই পড়ার অভ্যাস করলে বইপড়ার মানসিকতা তৈরী হবে।

বইমেলা উপলক্ষ্যে কমলপুর টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, যুব সমাজকে ফেইসবুক, টুইটার থেকে দৃষ্টি কমিয়ে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নতুন সরকার নতুন দিশায় উদ্যম নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন অনুযায়ী ত্রিপুরা মডেল রাজ্যে হিসেবে গড়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নাট্যকার সুভাষ দেব। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিষ দাস, ধলাই জেলা শাসক বিকাশ সিং, ধলাই পুলিশ সুপার সুদীপ্ত দাস, কমলপুর মহকুমা শাসক মানিকলাল বৈদ্য প্রমুখ। আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বইমেলা কমিটির চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা। বইমেলা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ধলাই নামক স্বরনিকার আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে ৫০ জন বিশিষ্ট প্রবীন নাগরিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা দান করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সঞ্জয় কুমার দাস। মেলায় ৩২টি বুক স্টল খোলা হয়। এছাড়াও রয়েছে ১০টি প্রদর্শনী স্টল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বুক স্টলগুলি ঘুরে দেখেন। বইমেলা উপলক্ষ্যে কমলপুরবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দিপনা পরিলক্ষিত হয়। ৫ দিনব্যাপী চলবে বইমেলা। প্রতিদিন বিকাল ৩ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বইমেলা চলবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বইমেলা উপলক্ষ্যে কমলপুর টাউন হল চত্বরে কলতান নামক শিশু উদ্যানের দ্বারোদঘাটন করেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব।

****